জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৩৯শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—২রা পৌষ বুধবার ১৩৫৯ বংরাজী 17th Dec. 1952 | ২১শ সংখ্যা

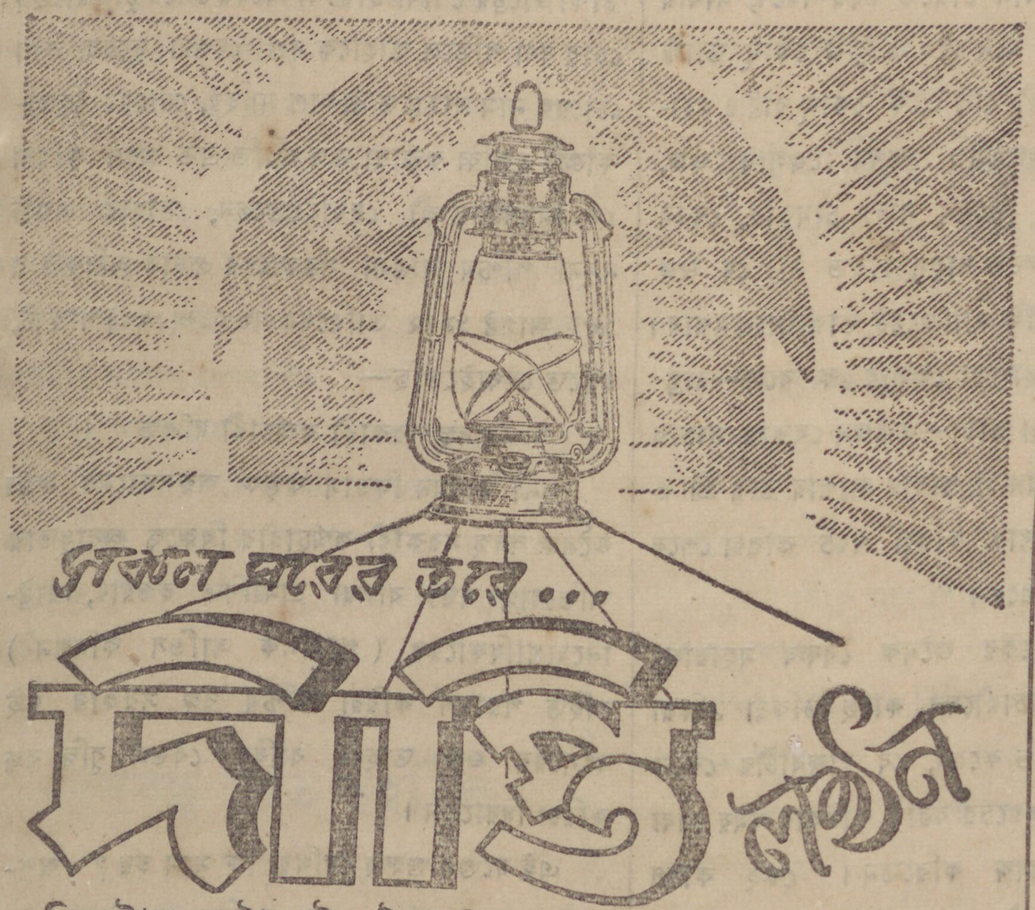

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২রা পৌষ বুধবার সন ১৩৫৯ সাল।

উপোসী ছারপোকা

—০—

কোনও খাটে বা তক্তাপোশে কিম্বা বিছানায় যদি বহুদিন কোনও লোক শয়ন না করে, তার মধ্যে যে সব ছারপোকা থাকে তাহারা তাহাদের প্রধান খাদ্য পররক্ত পানে বঞ্চিত থাকিয়া এত কৃশ হইয়া পড়ে যে তাহাদের দেহে প্রাণ আছে কি না বোঝা যায় না। মনে হয় যে অন্তঃসারশূন্য খোসা পড়িয়া আছে। সেই খাটে কেহ শয়ন করিলে আস্তে আস্তে তার দেহে অতি কষ্টে দুর্ব্বল হুল ফোটাইয়া সামান্য সামান্য শোণিত শোষণ করতঃ হৃতবিক্রম পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া রক্তপান সুরু করিয়া দেয়। দেখিতে দেখিতে কয়েক দিনের মধ্যে পায়েসের কিসমিসের মত ফুলিয়া ওঠে। ছারপোকা দীর্ঘকাল অনশনে মৃতবৎ পড়িয়া থাকে তবুও মশকের মত উড়িয়া উড়িয়া দেহ হইতে দেহান্তরে বসিয়া রক্তপান করিতে পারে না; সুযোগ পাইলে, তখন চুপি চুপি সারা শব্দটি না করিয়া অন্যের দেহের রক্ত পান করিয়া স্বদেহের পুষ্টিসাধন করে।

দুই শত বৎসর কাল ইংরাজের অধীনে বল-বিক্রমহারা হইয়া থাকিয়া ভারতের তথাকথিত অহিংস নামধারী কতিপয় নেতা ইংরাজ আমলের শেষ গবর্ণর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের সহিত আপোস রফায় মহাত্মা গান্ধীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কায়দায় তাঁহাকে নিমরাজী করিয়া ভারতকে খণ্ডিত করতঃ তাঁহারই (লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের) শাসনাধীনে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস নামক স্বাধীনতা লাভ করিলেন। এই সম্প্রদায় এই শুভ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করিলেন ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট। খণ্ডিত ভারতের অপরাংশের মালিক হইলেন ইঁহা-দের সরিয়তী সরিকগণ। ভারতের এই স্বাধীনতাকে দলভারী কংগ্রেসী দল বহুকষ্টে অর্জ্জিত স্বাধীনতা বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার ত্যাগ ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার জন্য হিন্দী ভাষাভাষী ব্যক্তিগণ বাপুজী (পিতা) বলিয়া সম্বোধন করিতেন। স্বাধীনত লাভের অল্প দিন পর তিনি আততায়ী হস্তে নিহত হইলেন। তিনি বলিতেন—দেশ স্বাধীন হইলে কোন রাজপুরুষের মাসিক বেতন ৫০০৲ টাকার অতিরিক্ত হওয়া উচিত নহে। তাঁহাকে তাঁহার গুণমুগ্ধগণ জাতির জনক নামে অভিহিত করেন। তাঁহার এই আখ্যা অশোভন নহে। কংগ্রেসে দুর্নীতি উপলব্ধি করিয়া মহাত্মাজী কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দিতে বলিয়া-ছিলেন। বৎসরে মাত্র ।০ চারি আনা চাঁদা দিলেই সে চোর হউক, ডাকাইত হউক, যত অসদ্ গুণই তার থাকুক, সে কংগ্রেসী। কাজেই দেশ কংগ্রেসীতে ভরিয়া গিয়াছে। ইংরাজের আমলে যেমন এণ্ড্রু, পেণ্ড্রু, যোশেফ, রবার্ট, সবই ছিল কালা আদমীদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, স্বাধীন ভারতে খদ্দর পরণে, মাথায় গান্ধী-টুপি দেখলেই মনে হবে এ বুঝি কোন্ ত্যাগী মহাত্মা; জহরলালজী বুঝি একে কোন্ রাষ্ট্রীয় মহা-শক্তি প্রদান করিয়াছেন। তখন জেলার জজ, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন সাদা চামড়ার, কোন কালা জুয়াচোর বলিতে সাহস করিত না, যে জজ সাহেব তার মামা, কি ম্যাজিষ্ট্রেট তার পিসে মশায়। এখন যদি কোনও ছাপড়া জেলার ঠক বলে—রাষ্ট্র-পতি হামারা ফুপেয়া ভায়ী—একজন বেকার নাচার রাষ্ট্র মধ্যে একটু নোকরী পাবার আশায় তার প্রীতি সম্পাদন করিতে ধার করিয়া খরচ করিয়া শেষে অনুতাপ করিয়া মরিবে।

আমাদের মুলুকের জনৈক বৈষ্ণব মহারাজা তাঁহার বৈষ্ণব কর্ম্মচারীদের কাছে ঠকিয়া ঠকিয়া এমন অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যে রাজবাটীর কোন সমারোহ কাজে খরচের বরাদ্দ করিবার সময় ন্যায্য খরচের ডবল বরাদ্দ করিতেন। কেহ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নীরবে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া চারিদিকে উপবিষ্ট নিমকভোগী নিমকহারামদের দেখাইতেন। এই কংগ্রেসশাসিত রাষ্ট্রে এই সব উপোসী ছারপোকার পেট ভরাইবার জন্য বর্ত্তমান ভণ্ড ভক্তগণ তাঁহার সমাধির উপর কৃত্রিম কান্না কাঁদিলেও কেহ ৫০০৲ টাকা মাহিনা লইয়া বাপুজীর আদেশ প্রতিপালনের ক্ষতি স্বীকার করিতে রাজী হন নাই। কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া দেওয়া দূরের কথা, এই দুর্নীতিপূর্ণ কংগ্রেসের সভাপতির আসন বার-বার ছয়বার অলঙ্কৃত করিবার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলালজী। জীপ কেলেঙ্কারী, সার কেলেঙ্কারী, বিহারে গুড় কেলেঙ্কারী এক রকম হাতে নাতে ধরিয়াও তাহার কোন প্রতিকার নেহেরু সরকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন কি? ইংরাজ যাইবার সময় যে পৌনে তিন শত কোটি টাকা দিয়া গিয়াছিল তাহা তো সব নিঃশেষ হইয়াছে, আরও দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিয়া যে ট্যাক্স আদায় হই-য়াছে তাহা উড়িয়া গিয়াও গত পাঁচ বৎসরে ভারতের কি উন্নতি হইয়াছে? রেলের শ্রেণী পরিবর্ত্তনের হুজুগ তুলিয়া নাম মিটানো, নাম লেখা, আবার নাম উঠানো ইত্যাদি পরিকল্পনায় কত টাকা রাষ্ট্রের পোষা ছারপোকাদের পেটে ঢুকিয়াছে? চোর ধরা পড়িলে তাহাকে দণ্ড দেওয়া দূরের কথা চোরের নাম যাহাতে প্রকাশ না হয়, চোরের হিতা-কাঙ্ক্ষী মুরুব্বি কর্ত্তারা তস্করপ্রীতি ব্রত গ্রহণ করিয়া যে নিমকহালালী দেখাইতেছেন, তাহার একটি নমুনা পশ্চিম বাঙলা সরকারের প্রচার অধিকর্ত্তার ১৮ই আগষ্ট ১৯৫২ তারিখের নং ৩১৬(১২৫) পাব টি, হইতে দেখাইতেছি—

পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী দণ্ডিত

দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের ফলে জনৈক পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে অসাধুতার অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায়, রাষ্ট্র-নিয়োগাধিকারের (পাবলিক সার্ভিস কমিশন) সহিত পরামর্শ করিয়া পশ্চিম বঙ্গ সরকার দুই বৎসরের জন্য তাহার বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই দণ্ডের গুরুত্ব দেখিয়া কি মনে হয়? অপ-রাধীর নাম পর্য্যন্ত কেহ জানিল না, কি অপরাধ তাহা কেহ জানিল না, অথচ সরকার তাহাকে দণ্ড দিলেন। ছারপোকার জয় জয়কার!

গত পাঁচ বৎসরে যে সব পরিকল্পনার অছিলায়, উপোসী ছারপোকার পেটে অন্নবস্ত্রক্লিষ্ট দুঃখী

প্রজাদের অস্থি মজ্জা নিঙরানো রস প্রবেশ করিয়াছে, অথচ দেশ যে তিমিরে তদপেক্ষা ঘোরতর তিমিরেই রহিয়া 'অশ্বডিম্ব' নিরীক্ষণ করিয়াছে।

আগামী পাঁচসালা পরিকল্পনায় দেশী উপোসী ছারপোকা ও বিদেশী ছারপোকা (Bugs—বাগস্) জুটিয়া কি তাজ্জব ব্যাপার দেখাইবে, তাহা যাহারা আরও পাঁচ বৎসর বাঁচিবে তাহারাই দেখিতে পাইবে।

যাঁহার হাতে শাসনদণ্ড তিনিই যদি সম্প্রদায় বিশেষকে ভোট দিবার জন্য দেশবাসিগণকে অনুরোধ করিয়া বেড়ান, তবে নির্ব্বাচনে যে অপক্ষপাতিত্ব থাকিতে পারে না, ইহা ধ্রুব নিশ্চয়। কংগ্রেস সরকারের বেতনভোগী কর্ম্মচারী যদি স্ক্রুটিনির হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা হন তবে ভাবী উন্নতির প্রত্যাশী হীনচেতা অফিসার যে কংগ্রেস প্রার্থীর টান টানিয়া খামখেয়ালী করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাঙলার নির্ব্বাচন ট্রাইবুন্যালের ন্যায়ের যূপকাষ্ঠে উপ-মন্ত্রিত্বের কুপোকাৎ হওয়া ইহার অকাট্য প্রমাণ।

মাদ্রাজ প্রদেশে, জহরলালজী যে সম্প্রদায়ের সভাপতি, সেই সম্প্রদায়ের কত জন নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নির্ব্বাচন নাকচ হইয়াছে? এই সব পুনর্নির্ব্বাচনের খরচা কি পক্ষপাতী খয়ের খাঁ রাজকর্ম্মচারীদের মাহিনা হইতে আদায় হইবে? না এই অন্নবস্ত্রহীন কাঙাল দেশবাসীর অস্থি মজ্জা শোষণ করা অর্থের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা দ্বারা সম্পন্ন হইবে? অর্দ্ধমৃত কঙ্কালসার দেশবাসীর রক্তশোষক ছারপোকাগুলিকে মারিবার কোনও আইন না করিয়া কি ভারত সরকারও "খটমল্ খিলা"ইবার পুণ্যার্জ্জন প্রয়াসী?

দেশবন্ধু স্মৃতি তহবিল

—০—

জনসাধারণের নিকট পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের আবেদন

পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ এইচ, সি, মুখোপাধ্যায় জনসাধারণের নিকট এক আবেদনে বলেন যে, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ দার্জ্জিলিং-এ পরলোকগমন করেন। "ষ্টেপ-এসাইড" ভবনে তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেন ও মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু আজও পর্য্যন্ত উহা অবহেলিত অবস্থায় রহিয়াছে। শত শত লোক প্রতি বৎসর উহা পরিদর্শন করেন।

সুতরাং "ষ্টেপ-এসাইড"কে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

উক্ত ভবনটিকে শুধু মাত্র জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিলেই চলিবে না, একটি ট্রাষ্ট তহবিলও গঠন করিতে হইবে। ইহার আয়ে মানব কল্যাণ কার্য্য করা হইবে। এই জাতীয় স্মৃতি-মন্দিরের ভারপ্রাপ্ত ট্রাষ্টি বোর্ডের পরিচালনায় এই কার্য্য করা হইবে।

ডাঃ মুখোপাধ্যায় বলেন, এই উদ্দেশ্যে অবিলম্বে ৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আমি আশা করি, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেই সাধ্যমত দান করিবেন।

রাজ্যপালের সেক্রেটারী অথবা কলিকাতার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কোষাধ্যক্ষের নিকট অর্থ প্রেরণ করিতে হইবে।

কর্ম্মখালির উমেদার

(শ্রীযতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।)

—•—

মহিমামণ্ডিত শ্রীল ও শ্রীযুত
"কলুষরঞ্জন মুন্সী" মহাশয়।
ভবৎ সকাশে কর্ম্ম প্রাপ্তি আশে
দরখাস্তকারী সবিনয়ে কয়।
মোরে কর্ম্মচারী রাখে সুবিচারী
হেন লোক প্রায় দেখিনা সংসারে।
যেহেতু আমার নিন্দা সুপ্রচার
করে কত জনে বিবিধ প্রকারে।
টেষ্টিমনিয়াল দেওয়া আজকাল
দরখাস্ত সনে হ'য়েছে চলন,
মোর পরিচয় পেতে যদি, হয়
প্রয়োজন দিব তোমারে তখন।
আমারে যে রাখে দিনে দিনে তাকে
পাগল করিয়া শেষকালে ছাড়ি,
ধন জন গর্ব্ব উড়ে যায় সর্ব্ব
আসক্তি থাকেনা ব'লে ঘরবাড়ী।
কাজেই আমায় কেহ ভবে প্রায়
সহজে রাখে না ডাকে না কখন,
তবে ডাকে কারা? তব সম যারা
উদ্ধারের চিন্তা করে না যখন।
সোদর আমার 'সত্য' নাম তার
ওভারসিয়ার জানে সর্ব্বজন;
তার পথে গেলে যাবে অবহেলে
এই ভব মাঝে যথা প্রয়োজন।
"শিবপুরে" থাকি কত নক্সা আঁকি
শিখিয়াছি ইঞ্জিনিয়ারী সুন্দর,
আমি তব হেতু নিয়মিব সেতু
বৈতরণী 'পরে অতি মনোহর।
গিয়া স্বর্গপুরে যাতে বাঞ্ছা পূরে
আমিই তাহার করিব উপায়
কত আয়োজন করিব তখন
কিছুই আটক থাকিবে না তায়।
চাও যদি হিত আমার সহিত
কর তবে চুক্তি চিরদিন তরে।
"নারিবে ছাড়িতে অবাধ্য হইতে
যা ইচ্ছা করিব সবে অকাতরে।"
হেন কর্ম্মচারী হ'লে দিতে পারি
'তত্ত্বজ্ঞান' নামে উকিল মোক্তার।
আছে লাঠিয়াল, যার নামে কাল
দূর হ'তে ভয়ে নমে শতবার।
ল'য়ে ধন রত্ন কর খুব যত্ন
ইচ্ছা বটে নিয়ে যেতে সশরীরে,
কিন্তু মোরে পেলে ও সকল ফেলে
যাবে সুখে চলে চাহিবে না ফিরে।
নিয়োগ-পত্রিকা পাবা মাত্র একা
গিয়া আমি দেখা করিব তথায়;
সব মনোমত লোকজন যত
জুটাইব কার্য্য হইবে তাহায়।
বেতন আমার নয়ন আসার
পারিবে কি দিতে মুন্সী মহাশয়?
অগ্রিম দাদন বড় প্রয়োজন
ভেবে চিন্তে দেখ করোনাক ভয়।

দরখাস্তকারী—শ্রীধর্ম্মদাস শর্ম্মা।

সি. কে. সেনের আর একটি

অনবদ্য সৃষ্টি

পুষ্পগন্ধে সুরভিত

ক্যাস্টর অয়েল

বিকশিত কুসুমের স্নিগ্ধ
গন্ধসারে সুবাসিত এই
পরিস্রুত ক্যাস্টর
অয়েল কেশের
সৌন্দর্য্য বর্ধনে
অনুপম।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং লিঃ

জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম: "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন: বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্‌সেফী আদালত

নিলামের দিন ১২ই জানুয়ারী ১৯৫৩

১৯৫২ সালের ডিক্রীজারী

৬১৭ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং আহাম্মদ সেখ দিং দাবি ১৮৷৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জোতসুন্দর ১৯ শতকের কাত ৷৵৬ পাই আঃ ৫৲ খাস খং ৫৯ রায়ত স্থিতিবান

৬১৮ থাং ডিঃ ঐ দেং নুরমহাম্মদ সেখ ওরফে নুরেশমহম্মদ সেখ দিং দাবি ৭৫৷৶৩ থানা ঐ মৌজে দোনলায়া ২-৯২ শতকের কাত ১৪৵১০ পাই আঃ ২৫৲ খং ৯৬ রায়ত স্থিতিবান

৪৩৯ থাং ডিঃ ফুলচাঁদ শেঠী দেং জীবনকৃষ্ণ ভাস্কর দাবি ১৩৷৹ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে নশীপুর ৬৮ শতকের কাত ৬।০ নিজাংশে ১৷৵০ আঃ ৫৲ খং ১০৩

৫১৩ থাং ডিঃ ঐ দেং উপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ দাবি ১৩৸৵০ থানা ঐ মৌজে তেঘরী ১-৩৭ শতকের কাত ৩৲ নিজাংশে ৸০ আঃ ৫৲ খং ৪৪৪

৫১৬ থাং ডিঃ ঐ দেং আলেবর মণ্ডল দিং দাবি ১৫৷৵৯ মৌজাদি ঐ ১-৫২ শতকের কাত ৪।৮ নিজাংশে ১/২ আঃ ৮৲ খং ১০২

৫২০ থাং ডিঃ ঐ দেং কিরীটভূষণ সরকার দাবি ১৮৵৩ থানা ঐ মৌজে বহড়া ১-৬৯ শতকের কাত ৬৶৪ নিজাংশে ১৷১১ আঃ ১০৲ খং ৯৭

৫১৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ভিনকু মণ্ডল দাবি ১৭৷৬ মৌজাদি ঐ ২-৩৪ শতকের কাত ৭৷৵১০ নিজাংশে ১৸৵৫ আঃ ১৫৲ খং ২৪৫

৫১৯ থাং ডিঃ ঐ দেং ভিনকু মণ্ডল দিং দাবি ৯৵৩ মৌজাদি ঐ ৫৬ শতকের কাত ১৷৶২ নিজাংশে ।৵১০ আঃ ৫৲ খং ১৫০

৫১৮ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৪৩৲৬ থানা ঐ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৭০০ শতকের কাত ২৪৸৶১১ নিজাংশে ৬।০ আঃ ৩৫৲ খং ১৪৫

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।